জিহাদের বরকতময় কাফেলার যুবকদের প্রতি পরামর্শ

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাহুল্লাহ)

চতুর্থ পরামর্শ
উত্তম চরিত্র বজায় রাখুন

১৪৪২ হি. / ২০২১

জিহাদের বরকতময় কাফেলার

যুবকদের প্রতি পরামর্শ

চতুর্থ পরামর্শ

উত্তম চরিত্র বজায় রাখুন

মূল

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাহুল্লাহ)

অনুবাদ

ইবনে তুফাইল

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ মানসুর

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

“যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে প্রশস্ত স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।” [সূরা নিসা : ১০০]

চতুর্থ পরামর্শ: উত্তম চরিত্র বজায় রাখুন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"এটা আল্লাহর বড়োই অনুগ্রহ যে, আপনার ব্যবহার তাদের প্রতি খুবই কোমল। নয়তো আপনি যদি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেতো। তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন এবং দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করুন। আর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাঁর ওপর ভরসা করে কাজ করে।" (সূরা আল ইমরান : ১৫৯)

মুজাহিদ ভাইদের প্রতি চতুর্থ পরামর্শ হচ্ছে, আপনারা নিজেদের চরিত্রের প্রতি বিশেষ নজর দিবেন এবং উত্তম আচরণ বজায় রাখবেন সবসময়। কারণ আখিরাতে বিচারের নিক্তিতে এর ভার হবে সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞজনেরা উত্তম আচরণ হিসেবে কিছু বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা, উদার হওয়া, ভালোবাসার জিনিসটি উৎসর্গ করা, বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া প্রভৃতি উত্তম আচরণের অন্তর্গত। অন্য মুসলিম ভাইদের থেকে আপনি যে আচরণ প্রত্যাশা করেন, সে আচরণই অন্য মুসলিম ভাইদের সাথে করবেন। মুজাহিদ ভাইদের মধ্যে কখনো বিভেদ সৃষ্টি করবেন না এবং তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করবেন না। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ফাটল ধরাবেন না। ভাইদের ঘৃণা কিংবা ক্ষতি করবেন না। কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে অপমানিত, লাঞ্ছিত করবেন না; তাদের প্রতি উদ্ধত মনোভাব দেখাবেন না।

আপনার মুজাহিদ ভাইদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন; তাদের প্রতি নমনীয় এবং সহানুভূতিশীল হবেন। প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দাঁড়াবেন, সাহায্য

করবেন, তাদের প্রতি উন্মুক্তমনা থাকবেন। আমাদের সর্বোত্তম অনুকরণীয় আদর্শ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র ও মহৎ কর্মের অনুসরণ করবেন; যেভাবে সালাত ও জিহাদে তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করছেন। তাঁর চরিত্রের অনুকরণ আপনাকে তৈরি করবে সাচ্চা রাসূলপ্রেমিক হিসেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"নিঃসন্দেহে আপনি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন" (সূরা আল কালাম : ০৪)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

"এটা আল্লাহর বড়োই অনুগ্রহ যে, আপনার ব্যবহার তাদের প্রতি খুবই কোমল। নয়তো আপনি যদি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোরচিত্ত হতেন, তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেতো।" (সূরা আল ইমরান : ১৫৯)

আল্লাহ আরো বলেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿﴾

"দেখো, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল। তোমাদের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি তিনি স্নেহশীল, দয়াময়।" (সূরা আত তাওবা : ১২৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"সেই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং শেষ বিচারের দিন আমার কাছাকাছি অবস্থান করবে, যার চরিত্র তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর যারা বাচাল, উদ্ধত ও মুতাসাদ্দিকিন (যারা অন্যের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে কথা বলে ও সমালোচনা করে), তারা সর্বোচ্চ অপছন্দের

পাত্র হবে এবং সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থান করবে।” (আহমাদ এবং ইবনে হিব্বান বর্ণিত)

আর মাসরুখ বলেছেন, আমরা আব্দুল্লাহ বিন আমরের সাথে বসে ছিলাম। তিনি তখন একটি হাদিস বর্ণনা করেন। এরপর বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো খারাপ কিছু বলতেন না অথবা মন্দ কোনো কথা প্রচারও করতেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যাদের চরিত্র সবচাইতে ভালো।” (বুখারী)